গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৭.২০. ৪৮৬ তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব এ.কে.এম. শওকত আলী খান (৭৭৮৭), সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান), সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)-এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি উক্ত এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে Plagiarism এর কারণে একাডেমিক অফেন্স করেছেন মর্মে গণ্য হন এবং বর্ণিত কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, উক্ত এ্যাসাইনমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে কোর্স থেকে তিনি Plagiarism এর কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) ঘোষিত হওয়ায় প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/০৮/২০২০ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক জনাব এ.কে.এম. শওকত আলী খান-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব এ.কে.এম. শওকত আলী খান (৭৭৮৭), সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান), সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে-দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬/০৮/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৭.২০. ৪৮৬/১(৬) তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব এ.কে.এম. শওকত আলী খান এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। অধ্যক্ষ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ....।
৬। জনাব এ.কে.এম. শওকত আলী খান (৭৭৮৭), সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান), সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

৩১/০৮/২০২১
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৫.২০. ৪৭০ তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব অশোক কুমার ঘোষ (৬০৮০), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, রাজবাড়ী, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)- এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে ফেল ও এ্যাসাইনমেন্ট নন-সাবমিশনের কারণে মাস্টার্স কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, তিনি উক্ত এ্যাসাইমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিষ্টারে ফেল ও নন-সাবমিশনের কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতার" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ০৯/১২/২০২০ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ অর্থাৎ "অদক্ষতার" অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক জনাব অশোক কুমার ঘোষ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) অনুযায়ী "অদক্ষতার" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব অশোক কুমার ঘোষ (৬০৮০), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, রাজবাড়ী- এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) অনুযায়ী "অদক্ষতার" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২(দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬/০৮/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৫.২০. ৪৭০/১(৭) তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব অশোক কুমার ঘোষ এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। অধ্যক্ষ, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, রাজবাড়ী।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৪। উপসচিব, সরকারি কলেজ-৪, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ....।
৭। জনাব অশোক কুমার ঘোষ (৬০৮০), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, রাজবাড়ী।

৩১/০৮/২০২১
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১১.২০. ৪৮৭ তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, ড. মো: কামরুল আহসান (১২৬০৪), সহকারী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)-এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি উক্ত এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে Plagiarism এর কারণে একাডেমিক অফেন্স করেছেন মর্মে গণ্য হন এবং বর্ণিত কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, উক্ত এ্যাসাইনমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে কোর্স থেকে তিনি Plagiarism এর কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) ঘোষিত হওয়ায় প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক ড. মো: কামরুল আহসান-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, ড. মো: কামরুল আহসান (১২৬০৪), সহকারী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬/০৮/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১১.২০. ৪৮৭/১(৬) তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (ড. মো: কামরুল আহসান এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ....।
৬। ড. মো: কামরুল আহসান (১২৬০৪), সহকারী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৩১/০৮/২০২১
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৩.২০. ৪৮৭ তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মহসিন গোলদার (৭১৮৮), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান), সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)-এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি উক্ত এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে Plagiarism এর কারণে একাডেমিক অফেন্স করেছেন মর্মে গণ্য হন এবং বর্ণিত কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, উক্ত এ্যাসাইনমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে কোর্স থেকে তিনি Plagiarism এর কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) ঘোষিত হওয়ায় প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/০৯/২০২০ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক জনাব মহসিন গোলদার-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মহসিন গোলদার (৭১৮৮), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান), সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর- এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬/০৮/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৩.২০. ৪৮৭/১(৬) তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব মহসিন গোলদার এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। অধ্যক্ষ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ....।
৬। জনাব মহসিন গোলদার (৭১৮৮), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান), সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর।

৩১/০৮/২০২১
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১২.২০. ৪৮৮ তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব তাহমিনা খান (২৫৩৯), অধ্যাপক (ইতিহাস), সরকারি এম.এম. আলী কলেজ, টাঙ্গাইল, College Education Development Project (CEDP) এর আওতায় ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম মালয়েশিয়া ক্যাম্পাস (ইউএনএমসি)- এ Masters of Arts in Education এর ১ম সেমিস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইউএনএমসি এর টিউটরদের সহযোগিতায় ০২টি মৌলিক এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে দাখিল করার শর্ত ছিল। কিন্তু তিনি মাস্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিস্টারে ফেল ও এ্যাসাইনমেন্ট নন-সাবমিশনের কারণে মাস্টার্স কোর্স থেকে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হন;

যেহেতু, তিনি উক্ত এ্যাসাইমেন্ট এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইউএনএমসি কর্তৃক প্রেরিত ফলাফলে মাষ্টার ট্রেইনার কোহার্ট-২ এর প্রথম সেমিষ্টারে ফেল ও নন-সাবমিশনের কারণে বহিস্কৃত (টারমিনেটেড) হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতার" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং সে মোতাবেক গত ২৭/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সুস্পষ্ট জবাব চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনক জবাব উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিকর্তা বিবেচনাপূর্বক জনাব তাহমিনা খান-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতার" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত করার লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব তাহমিনা খান (২৫৩৯), অধ্যাপক (ইতিহাস), সরকারি এম.এম. আলী কলেজ, টাঙ্গাইল-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (ক) ও ৩ (খ) অনুযায়ী "অদক্ষতার" ও "অসদাচরণ"এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(১)(খ) অনুযায়ী ২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিত (withholding of yearly increment for two years permanently) করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৬/০৮/২০২১
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১২.২০. ৪৮৮/১(৬) তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩১ আগস্ট ২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব তাহমিনা খান এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ, সরকারি এম.এম. আলী কলেজ, টাঙ্গাইল।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ....।
৬। জনাব তাহমিনা খান (২৫৩৯), অধ্যাপক (ইতিহাস), সরকারি এম.এম. আলী কলেজ, টাঙ্গাইল।

৩১/০৮/২০২১
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬